নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

প্রবৃদ্ধি বাড়াতে নতুন বিনিয়োগ এবং বিদ্যমান ব্যবসা সম্প্রসারণে গুরুত্ব দিতে হবে।

শিল্পের চাকা সচল রাখতে হবে

প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হলে উৎপাদনশীল খাতে নতুন বিনিয়োগ এবং বিদ্যমান ব্যবসা ও শিল্পের সম্প্রসারণ— দুটিকেই গুরুত্ব দিতে হবে। মো. মুখলেছুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক প্রকাশ: ২ অক্টোবর ২০২৬ ৫ মিনিট পাঠ



বাংলাদেশের অর্থনীতি এমন এক সময় অতিক্রম করছে, শুধু প্রবৃদ্ধির হার দিয়ে যার প্রকৃত শক্তি পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বিনিয়োগের গতি, শিল্পের উৎপাদন, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তাদের আস্থা এবং ব্যবসার পরিবেশ— এসব সূচকও অর্থনীতির গতিপথ নির্ধারণ করে থাকে। তাই টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের কার্যক্রম সচল রাখাকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের ২০২৬ সালের এপ্রিলের বাংলাদেশ উন্নয়নবিষয়ক প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়া, বেসরকারি বিনিয়োগের দুর্বলতা এবং ব্যাংকিং খাতের চাপের কথা

উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৯ শতাংশ হতে পারে বলেও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করা, নিয়ন্ত্রক জটিলতা কমানো এবং নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

একটি দেশের অর্থনীতির প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ধারাবাহিকতায়। ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বাড়ালে সরবরাহ ব্যবস্থা সক্রিয় হয়, শ্রমের চাহিদা বাড়ে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়। একই সঙ্গে কর ও রাজস্ব আহরণ এবং রপ্তানি আয় বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে বিনিয়োগ স্থবির হলে নতুন শিল্প স্থাপনের গতি কমে, বিদ্যমান শিল্পের সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত হয় এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। তাই প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হলে উৎপাদনশীল খাতে নতুন বিনিয়োগ এবং বিদ্যমান ব্যবসা ও শিল্পের সম্প্রসারণ— দুটিকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহের সাম্প্রতিক চিত্রও বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মে মাসে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ দশমিক ৯৮ শতাংশ। জুলাইয়ে তা ৪ দশমিক ৬২ শতাংশে নেমে আসে; জুনে ছিল ৪ দশমিক ৪৭ শতাংশ। অর্থাৎ টানা কয়েক মাস ধরে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশের নিচে ছিল।

এ অবস্থার পেছনে নিঃসন্দেহে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে; যা দূর করতে হবে। একজন উদ্যোক্তা নতুন কারখানা স্থাপন বা ব্যবসা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শুধু আজকের পরিস্থিতি দেখেন না; আগামী কয়েক বছরের সরকারি নীতি, করব্যবস্থা, জ্বালানি সরবরাহ ও বাজার পরিস্থিতি কেমন থাকবে, সেটিও বিবেচনা করেন।

তাই বিনিয়োগ বাড়াতে হলে শুধু অর্থের প্রাপ্যতা নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট নয়; উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা তৈরি করাও জরুরি।

ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। ব্যাংক দুর্বল হলে তার প্রভাব শুধু ব্যাংক বা আমানতকারীর ওপর সীমাবদ্ধ থাকে না; উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বিশ্বব্যাংকের ২৪ জুন ২০২৬-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্চ ২০২৬ শেষে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের অনুপাত ৩২ দশমিক ৬ শতাংশে পৌঁছেছিল। একই প্রতিবেদনে ডিসেম্বর ২০২৫ শেষে ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক পধঢ়রঃধষ-ড়-ৎরংশ-বিরময়ঃবফ-ধংংবঃং

ৎধঃরড় ঋণাত্মক ২ দশমিক ৬ শতাংশ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্বল করপোরেট সুশাসন, নিয়ন্ত্রক দুর্বলতা এবং ৎবষধঃবফ-ঢ়ধৎঃু ষবহফরহম-সহ বিভিন্ন কাঠামোগত সমস্যার কথাও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

এ কারণে ব্যাংকের অর্থ যেন উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থানমুখী খাতে সঠিকভাবে প্রবাহিত হয়, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। ঋণ বিতরণে প্রকল্পের সক্ষমতা, ঝুঁকি ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বৈধ ও উৎপাদনশীল ব্যবসার জন্য অপ্রয়োজনীয় বাধা দূর করতে হবে; একই সঙ্গে কর ফাঁকি, অর্থপাচার, প্রতারণা, বাজার কারসাজি, পরিবেশগত অপরাধ ও শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বৈধ ব্যবসার জন্য সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু অনিয়মের ক্ষেত্রে আইনকে তার নিজস্ব ধারায় চলতে দিতে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাদের অনেকেই অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও উচ্চ ও জটিল নিয়ন্ত্রক ব্যয়ের মুখোমুখি হন। বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণেও বাংলাদেশের অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়ন্ত্রক ব্যয়, অবকাঠামোগত অনিশ্চয়তা ও অর্থায়নের সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে।

তাই শুধু বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্যও সহজ অর্থায়ন, প্রযুক্তি সহায়তা, বাজারসংযোগ ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে ছোট ব্যবসাকে ধীরে ধীরে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করার পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।

বাংলাদেশের রপ্তানি এখনো মূলত তৈরি পোশাকনির্ভর। দেশকে ঝুঁকিমুক্ত করতে হলে এ ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে হবে। বিশ্বব্যাংকের ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮২ শতাংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে আসে। চামড়াজাত পণ্য, জুতা, হালকা প্রকৌশল ও প্লাস্টিকসহ বিভিন্ন অপ্রচলিত খাতে রপ্তানি সম্প্রসারণের সম্ভাবনাও তুলে ধরা হয়েছে।

রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য শুধু নতুন বাজার খোঁজা যথেষ্ট নয়। প্রযুক্তি, দক্ষতা, মাননিয়ন্ত্রণ, নকশা, ব্র্যান্ডিং এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

শিল্পের সম্প্রসারণের সঙ্গে দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদাও বাড়বে। তাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং কর্মমুখী প্রশিক্ষণকে শিল্পের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সংযোগ তৈরি করা গেলে একদিকে শিক্ষিত তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, অন্যদিকে শিল্পের দক্ষ

জনবলের ঘাটতিও পূরণ হবে।

শিল্পের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ একটি মৌলিক শর্ত। জ্বালানি সরবরাহে অনিশ্চয়তা উৎপাদন ব্যাহত করে, খরচ বাড়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

একই সঙ্গে বন্দর, সড়ক, রেল, গুদাম, কাস্টমস ও লজিস্টিক ব্যবস্থার দক্ষতা বাড়াতে হবে। উৎপাদন থেকে বাজার পর্যন্ত পুরো সরবরাহব্যবস্থা কার্যকর না হলে শুধু শিল্পকারখানা স্থাপন করেই কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া কঠিন।

অর্থনীতিকে গতিশীল করতে যেসব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার— প্রথমত, অর্থনৈতিক নীতির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, ব্যাংকিং খাতে সুশাসন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করে উৎপাদনশীল খাতে অর্থায়ন বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ করা। তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে অর্থায়ন, প্রযুক্তিগত ও ন্যায্যমূল্যে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত নিশ্চিত করা।

চতুর্থত, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের নিরবছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং বন্দর, সড়ক ও পরিবহন অবকাঠামোর দক্ষতা বাড়ানো। পঞ্চমত, ব্যবসা শুরু ও পরিচালনার অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ, স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা। ষষ্ঠত, তৈরি পোশাকের পাশাপাশি চামড়া, জুতা, হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিকসহ সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাতকে প্রযুক্তি, দক্ষতা ও মাননিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।

সপ্তমত, শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। অষ্টমত, কর ও শুল্কব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও পূর্বানুমানযোগ্য করা।

বাংলাদেশের সামনে এখন শুধু প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর প্রশ্ন নয়; মূল চ্যালেঞ্জ হলো উৎপাদনশীল, কর্মসংস্থানমুখী ও বিনিয়োগনির্ভর প্রবৃদ্ধির ভিত্তি শক্তিশালী করা।

সরকারের দায়িত্ব হলো নীতি সহায়তা প্রদান, অবকাঠামো ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ তৈরি করা। কিন্তু উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের বড় অংশ সৃষ্টি হবে উদ্যোক্তা ও বেসরকারি খাতের মাধ্যমে। তাই বৈধ ব্যবসাকে অযথা বাধাগ্রস্ত করা যেমন অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর, তেমনি ব্যবসার আড়ালে অনিয়মকেও প্রশ্রয় দেওয়াও কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

প্রয়োজন এমন একটি পরিবেশ, যেখানে বৈধ ব্যবসা পরিচালনা সহজ, উৎপাদনশীল বিনিয়োগের সুযোগ বিস্তৃত, প্রতিযোগিতা ন্যায্য এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে আইন কার্যকর। একই সঙ্গে শিল্পের জন্য নির্ভরযোগ্য জ্বালানি, সহজ অর্থায়ন, দক্ষ মানবসম্পদ, উন্নত অবকাঠামো ও

পূর্বানুমানযোগ্য নীতিকাঠামো।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের গতি থামিয়ে কোনো দেশ দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক অগ্রগতির যাত্রা নিশ্চিত করতে পারেনি।

লেখক: ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও কলামিস্ট।